''ফরিস্তা হও এবং বাপদাদার ছত্রছায়া আর ভালোবাসার অনুভূতি করো''

আজ বিশ্বের সত্যিকারের ডায়মন্ডের মতো চকমক করতে থাকা, প্রকৃতিকেও ডায়মন্ড সমান চকমকে বানানো, বিশ্বের আত্মাদের মধ্যে থেকে তাঁর নিজের ডায়রেক্ট বাচ্চাদেরকে ডায়মন্ড বানিয়ে থাকা, তার পাশাপাশি নতুন বছরের সাথে সাথে নতুন যুগ, নতুন বিশ্বের স্থাপনকারী বাবা ডায়মন্ড হয়ে ওঠা বাচ্চাদেরকে দেখছেন। সাকার স্বরূপেও বাপদাদার সামনে কত কত ডায়মন্ড চকমক করছে এবং বিশ্বের কোণায় কোণায় চতুর্দিকে চকমক করতে থাকা ডায়মন্ডও দেখছেন। সকল আত্মাদের ললাটে চকমক করতে থাকা ডায়মন্ড কত সুন্দর দেখায়। সামনে থাকা চকমকে সব আত্মা ডায়মন্ড আর সংগঠিত রূপে চতুর্দিকে এত এত ডায়মন্ডই ডায়মন্ড এই দৃশ্য কতই না সুন্দর! তো এটা কীসের সংগঠন? ডায়মন্ডের না? সকলে হয়তো নম্বরানুক্রমিক, তবুও সকলেই চকমক করছে। চকমক করতে থাকা ডায়মন্ডের সভা বাবার সামনে রয়েছে। তোমরাও কী দেখছো? ডায়মন্ডই তো দেখছো নাকি শরীর দেখছো? ৬৩ জন্ম শরীরকেই দেখেছো, এখন শরীরে চকমক করতে থাকা ডায়মন্ড দেখতে পাওয়া যাচ্ছে? নাকি গুপ্ত রয়েছে বলে কখনো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কখনও গুপ্ত হয়ে যাচ্ছে?

এখন হলো ডায়মন্ড জুবিলী, তো জুবিলীতে কী হয়ে থাকে? কী সাজানো হয়? আজকাল বেশীরভাগই ভ্যারাইটি লাইটস দিয়ে সাজানো হয়ে থাকে। তোমরাও বৃক্ষের মধ্যে এদিকে সেদিকে লাইটই তো লাগিয়ে থাকো না? ওরা তো একদিনের জন্য জুবিলী পালন করবে, খ্রীষ্টমাস পালন করবে কিম্বা অন্য কোনো উৎসব পালন করবে। কিন্তু তোমরা কি পালন করছো? ডায়মন্ড দিবস বলছো নাকি ডায়মন্ড বর্ষ বলে থাকো? (ডায়মন্ড বর্ষ) ডায়মন্ড বর্ষ পালন করছো - পাক্কা? তোমাদের সকলের যদি এটাই দৃঢ় সংকল্প হয়ে থাকে যে, ডায়মন্ড বর্ষ পালন করছি, তাহলে তোমাদের মুখে গোলাপজাম। তো পালন করা অর্থাৎ হয়ে ওঠা। তো সারা বছর ডায়মন্ড হবে নাকি একটু আধটু দাগ লাগবে? বাপদাদা বাচ্চাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে পদমগুণ ডবল অভিনন্দন জানাচ্ছেন । আজ তো ডবল তাই না! এক হলো নতুন বছর দ্বিতীয় হলো ডায়মন্ড জুবিলী - দুয়েরই সংগঠন। তো ডায়মন্ড বর্ষে বাপদাদা এই বিশেষত্বই দেখতে চান যে, প্রতিটি বাচ্চাকে যখনই দেখবে, যাকেই দেখবে চকমক করা ডায়মন্ডই যেন দেখায়। মাটির প্রলেপে ঢাকা ডায়মন্ড নয়, চকমক করা ডায়মন্ড। তো সারা বছরের জন্য এই রকম ডায়মন্ড হয়ে গেছো? কেননা আজ তো এই সংকল্প করতে হবে যে, ডায়মন্ড হবেও আর দেখবেও। অন্য আত্মা যদি কয়লার মতো কালোও হয়, একেবারে তমোগুণী আত্মাও হয়, কিন্তু তোমরা কি দেখবে? কয়লা দেখবে নাকি ডায়মন্ড? ডায়মন্ড দেখবে, আচ্ছা। তো তোমার দৃষ্টি পড়া মাত্র তার কালো ভাবও কম হয়ে যাবে। ডায়মন্ড জুবিলীতে এই সেবাই করতে হবে তাই না? অমৃতবেলার থেকে শুরু করে রাত্রি পর্যন্ত যাদেরই সম্বন্ধ - সম্পর্কে আসবে, তো ডায়মন্ড হয়ে ডায়মন্ড দেখতে হবে। এটা পাক্কা করেছো নাকি ডায়মন্ড জুবিলী পালন করতে হবে তো সব জায়গায় দুটি তিনটি ফাংশন করলাম আর ডায়মন্ড জুবিলী হয়ে গেলো? ফাংশন করো, নিমন্ত্রণ দাও, জাগাও, এ'সব তো করতেই হবে আর করছোও তোমরা। কিন্তু কেবল ফাংশন করলে হবে না। এই ডায়মন্ড জুবিলীতে ডায়মন্ড হয়ে ডায়মন্ড দেখতে হবে, ডায়মন্ড বানাতে হবে, এটাই হলো প্রতিদিনের ফাংশন। তো রোজ ফাংশন করবে নাকি দুই চারদিন, কয়েক সপ্তাহ করবে?

এই বছরে বাপদাদার সকল বাচ্চাদের প্রতি এটাই বিশেষ শুভ আশা বলো বা শ্রেষ্ঠ শ্রীমৎ বলো যে, ডায়মন্ড ছাড়া আর কিছুই হবো না। যা কিছুই হয়ে যাক, ডায়মন্ডে দাগ লাগিও না। কোনো বিঘ্ন বশতঃ যদি হয়ে যায় কিম্বা স্বভাব বশতঃ যদি হয়ে যায় তবে দাগ লেগে গেলো। বিঘ্ন তো আসা উচিত না? বিঘ্ন বিনাশক টাইটেল রয়েছে যখন, বিঘ্ন তো আসবেই, তবেই তো বিনাশ হবে? কোনো বিজয়ী যদি বলে যে, কোনো শত্রু আসবে না, কিন্তু আমি বিজয়ী, কেউ তা মানবে? মানবে না। সুতরাং বিঘ্ন তো আসবে, তা সে প্রকৃতির হোক, আত্মাদের থেকে হোক, অনেক প্রকারের পরিস্থিতির বিঘ্ন আসবে। কিন্তু তোমরা ডায়মন্ড এমন পাওয়ারফুল, যেন দাগের প্রভাব না পড়ে। এটা হওয়া সম্ভব?

এই ডায়মন্ড জুবিলী বর্ষ হলো মহান বর্ষ। যেমন কোনো বিশেষ মাস পালন করে না! তো এই ডায়মন্ড জুবিলী হলো মহান বর্ষ। বাপদাদা এই বর্ষে প্রত্যেককে চলন্ত ফরিস্তা দেখতে চান। কেউ কেউ বলে যে, আত্মাকে দেখার তো চেষ্টা করি, কিন্তু আত্মা অত্যন্ত ছোট্ট বিন্দু না! তাই শরীরটাই চোখে পড়ে যায়। তো বাপদাদা বলেন, চলো বিন্দু না হয় খসে পড়ে যায়,

কিন্তু ফরিস্তা রূপ তো হলো লম্বা চওড়া শরীর, সেটা তো বিন্দু নয় না? ফরিস্তা মানে লাইটের আকার। তো ফরিস্তা স্বরূপে স্থিত হয়ে সকল কর্ম করো। এমন নয় যে ফরিস্তা রূপে কর্ম করতে পারবে না। করতে পারবে নাকি সাকার (শরীর) চাই? কারণ সাকার শরীরের সাথে অনেক জন্মের ভালোবাসা রয়েছে। তাই ভুলতে চাইলেও ভুলতে পারে না। তো বাবা বলেন আচ্ছা শরীরকে দেখার অভ্যাস যদি তোমাদের হয়ে গিয়ে থাকে, কোনো ব্যাপার নয়, এখন লাইটের শরীরকে দেখো। শরীরই চাই তবে ফরিস্তাও তো হলো শরীরধারী। আর তোমরা সবাই বলেও থাকো যে, শিববাবা আর ব্রহ্মা বাবার প্রতি আমাদের গভীর ভালোবাসা। তো ভালোবাসার অর্থই হলো সমান হওয়া । তো ব্রহ্মা বাবা যেমন ফরিস্তা রূপ, সেই রকম ব্রহ্মা সমান ফরিস্তা স্বরূপে স্থিত হয়ে সকল কর্ম করো। কারণ ডায়মন্ড জুবিলী যখন পালন করছো, স্থাপনার ৬০ বছর সম্পন্ন হয়েছে, তো স্থাপনার বিশেষ নিমিত্ত শিব বাবা তো আছেনই, নিমিত্ত হলেন ব্রহ্মা বাবা । তোমরাও নিজেদেরকে শিব কুমার বা শিব কুমারী বলো না, বলে থাকো ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী। তো ব্রহ্মা বাবার স্থাপনার কার্যের জুবিলী তোমরা পালন করছো। তো যার জুবিলী পালন করা হয়, তাকে কি দেওয়া হয়? (গিফ্ট) তো তোমরা সবাই গিফ্ট দেবে? নাকি এই গোলাপ পুষ্প স্তবক এনে দেবে আর বলবে যে, গিফ্ট দেওয়া হয়েছে। কেউ হাতি নিয়ে আসবে, কেউ ঘোড়া নিয়ে আসবে, এইসব গিফ্ট তো হলো মনোরঞ্জন। এইসব মনোরঞ্জনও ভালো। সকলে দেখে আনন্দ পায়। আজকে ঘোড়া নাচছে, আজকে কোনো মানুষ নাচছে, খেলনা দেখে সকলে আনন্দ পায়। সে'সব ইচ্ছে হলে এনো, কিন্তু ব্রহ্মা বাবাকে তাঁর মনের মতো পছন্দের গিফ্ট কোনটা দেবে? দেখো যখন কাউকে গিফ্ট দেওয়া হয় তখন দেখা হয়ে থাকে যে তার পছন্দের জিনিস কোনটি। দেখা হয়ে থাকে যে তার পছন্দ হবে কি হবে না? তো ব্রহ্মা বাবার প্রিয় কি? কোন্ গিফ্টটি তাঁর ভালো লাগে? বাবার আন্তরিক পছন্দের গিফ্ট হলো চলে ফিরে বেড়ানো ফরিস্তা স্বরূপ। তো ফরিস্তা সমান হয়ে যাও। ফরিস্তা রূপে কোনো বিঘ্নই তোমার উপরে প্রভাব ফেলবে না। তোমার সংকল্প, বৃত্তি, দৃষ্টি - সব ডবল লাইট হয়ে যাবে । তো গিফ্ট দেওয়ার জন্য তৈরী তোমরা? (হ্যাঁ বাবা) দেখে রাখো তোমাদের কথা টেপও হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। খুব ভালো কথা গোল্ডেন জুবিলীকে নিয়ে আসার জন্য ফরিস্তা হয়ে উঠবে। তখন হীরে যেমন চকমক করে, সেই রকমই তোমাদের ফরিস্তা রূপ চকমক করবে। খুব ভালো ভাবে এই অভ্যাস করতে থাকো।

অমৃতবেলায় ওঠার সাথে সাথেই স্মৃতিতে নিয়ে এসো - আমি কে? আমি হলাম ফরিস্তা। সংকল্প তো করে থাকো আর চাইছোও, তবুও যখন নিজের রেজাল্টের দিকে তাকাও অথবা লিখে পাঠিয়ে থাকো, তো মেজরিটি বলে থাকো যে, যতখানি চাই ততটা হয়নি। ৫০ পার্সেন্ট হয়েছে, ৬০ পার্সেন্ট হয়েছে। তো ডায়মন্ড জুবিলীতেও এই রকমেরই পার্সেন্টেজ হবে নাকি ফুল পার্সেন্টেজ হবে? কীরকম হবে? ডবল ফরেনার্স বলো পার্সেন্টেজ হবে? হ্যাঁ নাকি না? একটু একটু ছাড় দিলে ভালো হয়! শক্তিদের মধ্যে পার্সেন্টেজ হবে? হ্যাঁ উদ্দীপনার সাথে করে না, ভেবে চিন্তে তারপর করে। ডবল বিদেশী বা ভারতের ভাই বোনেরা যদি পার্সেন্টেজ ছাড়াই ফুল পাশ হয়ে যায় তবে ব্রহ্মা বাবা কী করবেন জানো তোমরা? (বাহবা দেবেন/সাবাস! বলবেন) ব্যস্, কেবল বাহবা দেবেন? আর কী করবেন? রোজ অমৃতবেলায় তোমাকে দুই বাহুর মাঝে টেনে নেবেন। তোমরা অনুভব করতে পারবে যে, ব্রহ্মা বাবার দুই বাহুর মাঝে অতীন্দ্রিয় সুখে দোল খাচ্ছি। বড় বড় আলিঙ্গন পাবে। ব্রহ্মা বাবার, বাচ্চাদের প্রতি খুব ভালোবাসা রয়েছে না! তাই অমৃতবেলায় আলিঙ্গন পাবে আর সারাদিন কি পাবে? চিত্রে যেমন দেখায় না যে, যখন তুফান এলো, জলস্তর বেড়ে গেলো, তখন সাপ ছত্রছায়া হয়ে গেলো। তারা তো শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে স্থূল বিষয়কে দেখিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এ হলো আধ্যাত্মিক বিষয়। সুতরাং যে ফরিস্তা হবে, তার সামনে যে কোনো প্রকারেরই পরিস্থিতি এলো অথবা যে কোনো বিঘ্ন এলো বাবা স্বয়ং তোমাদের ছত্রছায়া হয়ে যাবেন। নিজেরা করে দেখো, কেননা বাপদাদা এমনিই বলেন না।

যে বাচ্চাদের ডায়মন্ড জুবিলী তারা হাত তোলো। এখন ডায়মন্ড জুবিলী যাদের, তাদের সাথে কথা বলবেন। আপনারা ১৪ বছর যোগ তপস্যা করেছেন, তো কতো কতো বিঘ্ন এসেছে, কিন্তু আপনাদের কিছু হয়েছে? তো বাপদাদা ছত্রছায়া হয়েছেন না? কতো বড় বড় ঘটনা ঘটেছে। সমগ্র দুনিয়া, মুখীরা (অঞ্চল প্রধান) নেতারা, গুরুরা সবাই অ্যান্টি হয়ে গেছিলেন। কেবলমাত্র ব্রহ্মাকুমারীরা অটল ছিল, প্র্যাকটিক্যালে বেগরী (Beggery) লাইফও দেখেছো, তপস্যার সময় নানান রকমের বিঘ্নকেও দেখেছেন আপনারা। বন্দুকের সামনেও এসেছেন তো তলোয়ারের সামনেও এসেছেন, সব কিছুই এসেছে কিন্তু ছত্রছায়ার নীচে ছিলেন আপনারা তাই না? কোনো ক্ষতি হয়েছে কি আপনাদের? যখন পাকিস্তান (পার্টিশান) হলো তখন লোকজন গন্ডগোলে ভয় পেয়ে সব কিছু ছেড়েছুঁড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। আর আপনাদের টেনিস কোর্ট জিনিসপত্রে ভরে গেছিল, কারণ যারা সব ছেড়ে চলে যাচ্ছিস, তাদের পছন্দের ভালো ভালো জিনিস গুলো তারা কীকরে ছেড়ে যাবে, প্রিয় জিনিস যে, তাই সিন্ধিরা সেই সময় অ্যান্টি ছিল, তারা গালিও দিতো তারাই আবার তাদের জিনিসপত্র সব দিয়ে গেছিল। ভালো ভালো যে সব জিনিসপত্র ছিল, জোর হাত করে বলে গেছিল সে'গুলি যেন তোমরা ব্যবহার

ক'রো। তো দুনিয়ার মানুষের কাছে গন্ডগোলের সময় ছিল আর ব্রহ্মাকুমারীদের জন্য পুরো গরুর গাড়ি বোঝাই করা সব্জী পাঁচ টাকায় দিয়ে যেতো। পাঁচ টাকায় এত সবজী। আপনারা কতো আনন্দের সাথে সব্জী খেতেন। দুনিয়ার মানুষ ভয়ভীত আর আপনারা তখন আনন্দে নাচছেন। তো প্র্যাকটিক্যালে আপনারা দেখেছেন যে, ব্রহ্মা বাবা, দাদা - দু'জনেই ছত্রছায়া হয়ে কতখানি সেফ্টি দিয়ে স্থাপনার কার্য করেছেন। সুতরাং এনাদের যখন অনুভব রয়েছে, তাইলে তোমরা অনুভব করতে পারবে না? আগে তোমরা! এই ডায়মন্ড বর্ষে যে যে চাও, যতখানি পরিমাণে চাও ছত্রছায়ার আর ব্রহ্মা বাবার ভালোবাসার প্র্যাকটিক্যাল অনুভব করতে পারো। এটা হলো এই বছরের বরদান অর্থাৎ সহজ প্রাপ্তি। অধিক পুরুষার্থ করতে হবে না। পুরুষার্থের ফলে তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ো না? কেউ যখন পুরুষার্থ করে (পরিশ্রম) ক্লান্ত হয়ে যায়, সেই সময় বাপদাদা তার চেহারার দিকে দেখেন, খুবই দয়া হয়। তাহলে তোমরা এখন কি করবে? কী হবে? ফরিস্তা। ফরিস্তা রূপে চলা-ফেরা, এটাই হলো ডায়মন্ড হওয়া। কেননা অত্যন্ত বহুমূল্য মূল্যবান ডায়মন্ড যে'গুলি হয়ে থাকে, সেগুলোর লক্ষণ কেমন হবে? লাইটের সামনে রাখা হলেই যেমন সেগুলো চকমক করে উঠবে আর যখন চকমক করে উঠবে তখন তার থেকে কিরণ বিচ্ছুরিত হতে থাকবে। তার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রং দেখতে পাওয়া যাবে, সেই রকমই তোমরা যখন রিয়্যাল ডায়মন্ড হয়ে যাবে, তখন তোমাদের ফরিস্তা স্বরূপের থেকে এই অষ্টশক্তি দেখতে পাওয়া যাবে। সেই রং যেমন কিরণের রূপে দেখতে পাওয়া যায় সেই রকমই তোমরা ডায়মন্ড অর্থাৎ ফারিস্তা রূপ হয়ে গেলে তখন চলতে ফিরতে তোমাদের দ্বারা অষ্টশক্তির কিরণের অনুভূতি হতে থাকবে। তোমাদের কারোর কাছ থেকে সহনশীলতার ফিলিং আসবে, কারোর কাছ থেকে নির্ণয় করার শক্তিকে ফিল করবে আবার কারোর থেকে অন্য কিছুর আবার কারোর কাছ থেকে শক্তি ফিল করবে। তোমরা যত যত বেশি অভ্যাস করবে, মনে করো এখন কাল থেকে নতুন বর্ষ শুরু হবে আর ডায়মন্ড জুবিলিও শুরু হবে তো কাল থেকে অর্থাৎ প্রথম মাস হল জানুয়ারি মাস। সেই এক মাসের মধ্যে তোমরা ফারিস্তা রূপের অভ্যাস করলে আর পরের মাস যখন আসবে তখন তোমাদের সেই অভ্যাস আরও বৃদ্ধি পাবে তৃতীয় মাসে আরো বৃদ্ধি পাবে আর যত যত এগিয়ে যেতে থাকবে ততই তোমাদের থেকে অন্যদেরও অনুভব হতে থাকবে। বুঝেছো? তো এটাই হলো ব্রহ্মা বাবার গিফট। সকলে দেবে নাকি কেউ কেউ দেবে?

আচ্ছা, মধুবনবাসীও গিফট দেবে তাই না! মধুবনবাসী তো 'হা জী' বলতে দক্ষ। (জ্ঞান সরোবরেও মুরলী শুনছে) জ্ঞান সরোবরের ভাই-বোনেরা ফারিস্তা হয়ে যাবে আর এই যে যারা ট্রান্সলেট করছে, যারা মাইক এর দায়িত্বে রয়েছে, লাইটের দায়িত্বে যারা রয়েছে সকলকে ডবল লাইট ফারিস্তা হতে হবে । কঠিন মনে হচ্ছে না তো? ৬৩ জন্ম এই শরীরের প্রতি ভালোবাসা রয়েছে, তাহলে কঠিন হবে না? যারা দৃঢ় নিশ্চয় রাখে, তো নিশ্চয়ের বিজয় কখনো প্রতিহত হতে পারে না। পাঁচতত্ব অথবা আত্মারাও যদি বিরোধিতা করে কিন্তু তারা বিরোধিতা করবে আর তোমরা সমাহিত করার শক্তির দ্বারা তাদের বিরোধিতাকে নিজেদের মধ্যে সমাহিত করে নেবে। কেননা তোমাদের অটল নিশ্চয় রয়েছে । স্থাপনার এই যে ৬০ বছর চলছে, এতেও আদি থেকে চমৎকার দেখিয়েছেন ব্রহ্মা বাবা এবং অনন্য বাচ্চারা। কখনো নিশ্চয়ের মধ্যে দোলাচল আসেনি। বিজয় হয়েই রয়েছে - এই বোল সদা ব্রহ্মা বাবার ছিল।

তো আজ বিশেষতঃ ব্রহ্মা বাবা সকল বাচ্চাদেরকে বিশেষ ভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছেন এবং অনেক অনেক ভালোবাসা দিয়েছেন । যত জনই তোমরা হও না কেন, ৪ লাখ হও, ১৪ লাখ হও, কিন্তু ব্রহ্মা বাবার ভূজা এত বড় যে ১৪ লাখও একসাথে তার ভূজার মধ্যে সমাহিত হয়ে যেতে পারে। সেইজন্য পরম আত্মার ভক্তি মার্গে বিরাট রূপ দেখানো হয়েছে, যাতে সবাই সমাহিত হয়ে রয়েছে। তো সকলে ব্রহ্মা বাবার ভূজাতে সমাহিত হয়ে রয়েছো তোমরা। যা কিছুই হয়ে যাক না কেন, যেমন ছোট বাচ্চারা কি করে, তাকে যদি কেউ কিছু বলে বা কোনো কিছু হয় তো সে মা বা বাবার বাহুর মধ্যে সমাহিত হয়ে যায়। এইরকমই হয় তো না! তো তোমরাও এইরকমই করো। বাচ্চা তো তোমরা তাই না? নাকি এখন বড় হয়ে গেছো? ১০০ বছরের বয়সীও বাবার কাছে তো ছোট বাচ্চাই। তো তোমাদেরও যা কিছুই হয়ে যাক না কেন, ব্যস্ ব্রহ্মা বাবার বাহুতে সমাহিত হয়ে যাও, ব্যস্, এটা তো সহজ তাই না? আচ্ছা।

চতুর্দিকের চকমক করতে থাকা সত্যিকারের ডায়মন্ডদেরকে সদা নিশ্চয় আর দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা নিজেকে সত্যিকারের ডায়মন্ড বানিয়ে অন্যদেরকেও বানিয়ে থাকা সদা বাপদাদার সমান ডবল লাইট ফারিস্তা স্বরূপে স্থিত হয়ে থাকা শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে, সদা বাবা আর সেবা এই দুইয়ে বিজি থাকা মায়াজীত তথা বিশ্বের রাজ্য-ভাগ্যজীৎ, এইরকম সঙ্গমযুগী ডায়মন্ডদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদানঃ- সদা সেফ্টির স্থানে থেকে নির্ভয় আর নিশ্চিন্ত থাকা বাপদাদার হৃদয় সিংহাসনে আসীন ভব

বাপদাদার হৃদয় সিংহাসন হলো সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। যে সর্বদা বাবার হৃদয় সিংহাসনে থাকে সে-ই সেফ থাকে।

তার কাছে মায়া আসতে পারে না। এইরকম হৃদয় সিংহাসনে আসীন আত্মা হলো নির্ভয় এবং নিশ্চিন্ত - এটা হল নিশ্চিত এবং অটল। অতএব হৃদয় সিংহাসনে বসে যাও। এইরূপ নেশাতে থাকো যে এখন আমি বাপদাদার হৃদয় সিংহাসনে আসীন রয়েছি আর অনেক জন্ম রাজ্য সিংহাসনাসীন হবো। এই আত্মিক নেশাতে থাকলে দুঃখের ঢেউ আসতে পারবে না।

স্লোগানঃ- বুদ্ধিতে কোনো প্রকারের বোঝা না থাকলে তবেই বলা হবে ডবল লাইট ফরিস্তা।

এই মাসের সমস্ত মুরলী (ঈশ্বরীয় মহাবাক্য) নিরাকার পরমাত্মা শিব, ব্রহ্মা মুখকমলের দ্বারা নিজের ব্রহ্মা-বৎসদের অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারীদের সম্মুখে ১৮-০১-১৯৬৯ -এর পূর্বে উচ্চারণ (শুনিয়েছিলেন) করেছিলেন। এ কেবল ব্রহ্মাকুমারী'জ অধিকৃত টিচার বোনেদের দ্বারা নিয়মিত বি.কে. বিদ্যার্থীদেরকে শোনানোর জন্য। Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;